মুগ ডাল চাষের বিস্তারিত বিবরণী

মুগ ডাল এর জাতের তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-২

জনপ্রিয় নাম : কান্তি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০-৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৬-১৮

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১ থেকে ১.৪ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ছিটিয়ে ১২৫-১৩৫ গ্রাম - লাইনে ১০০-১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ মৌসুমে: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ)। খরিফ-২ মৌসুমে: শ্রাবণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর)। রবি মৌসুমে বরিশাল এলাকার জন্য বোনার জন্য পৌষ-মাঘ (১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি) উপযুক্ত সময়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-২

জনপ্রিয় নাম : কান্তি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০-৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৬-১৮

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১ থেকে ১.৪ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ছিটিয়ে ১২৫-১৩৫ গ্রাম - লাইনে ১০০-১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-২ মৌসুমে: শ্রাবণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর)।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-২

জনপ্রিয় নাম : কান্তি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০-৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৬-১৮

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১ থেকে ১.৪ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ছিটিয়ে ১২৫-১৩৫ গ্রাম - লাইনে ১০০-১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ মৌসুমে: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ)।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৩

জনপ্রিয় নাম : প্রগতি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ১৯-২১%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ মৌসুমে: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৩

জনপ্রিয় নাম : প্রগতি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ১৯-২১%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

রবি মৌসুমে বরিশাল এলাকার জন্য বোনার জন্য পৌষ-মাঘ (১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি) উপযুক্ত সময়।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৩

জনপ্রিয় নাম : প্রগতি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৪০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ১৯-২১%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-২ মৌসুমে: শ্রাবণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৪

জনপ্রিয় নাম : রূপসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২১-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-২০ মিনিট। জাতটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৭

রোপণের সময় চারার বয়স : - ৫

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ মৌসুমে: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৪

জনপ্রিয় নাম : রুপসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২১-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-২০ মিনিট। জাতটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৭

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

রবি মৌসুমে বরিশাল এলাকায় বোনার জন্য পৌষ-মাঘ (১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি) উপযুক্ত সময়।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৪

জনপ্রিয় নাম : রুপসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২১-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-২০ মিনিট। জাতটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৭

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-২ মৌসুমে: শ্রাবণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ আকারে বেশ বড়, হাজার বীজের ওজন ৪০-৪২ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২০-২২%। রান্নার সময়কাল ১৭-২০ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫৫-৬০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬০ - ১৮০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ মৌসুমে: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ আকারে বেশ বড়, হাজার বীজের ওজন ৪০-৪২ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২০-২২%। রান্নার সময়কাল ১৭-২০ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৮-৩০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬০ - ১৮০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

রবি মৌসুমে বরিশাল এলাকার জন্য বোনার জন্য পৌষ-মাঘ (১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি) উপযুক্ত সময়।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ আকারে বেশ বড়, হাজার বীজের ওজন ৪০-৪২ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আমিষের পরিমান ২০-২২%। রান্নার সময়কাল ১৭-২০ মিনিট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৮-৩০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬০ - ১৮০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-২ মৌসুমে: শ্রাবণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬০-৬৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ গাঢ় সবুজ। দানার আকার বড়। ১০০০ গ্রাম বীজের ওজন ৫১-৫২ গ্রাম। একই সময়ে সব শস্য পরিপক্ক হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জীবনকাল কম বলে গম কাটার পর থেকে রোপা আমন ধান রোপণের আগ পর্যন্ত সময়ে এ জাতটি চাষ করে সহজেই বাড়তি আয় করা যায়। গম কাটার পর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৭-২৯

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.৫ - ৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ মৌসুমে: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৫৫-৫৮ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ গাঢ় সবুজ। দানার আকার বড়। ১০০০ গ্রাম বীজের ওজন ৫১-৫২ গ্রাম। একই সময়ে সব শস্য পরিপক্ক হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জীবনকাল কম বলে গম কাটার পর থেকে রোপা আমন ধান রোপণের আগ পর্যন্ত সময়ে এ জাতটি চাষ করে সহজেই বাড়তি আয় করা যায়। গম কাটার পর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৮-৩০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.৫ - ৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

রবি মৌসুমে বরিশাল এলাকার জন্য বোনার জন্য পৌষ-মাঘ (১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি) উপযুক্ত সময়।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৫৫-৫৮ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ গাঢ় সবুজ। দানার আকার বড়। ১০০০ গ্রাম বীজের ওজন ৫১-৫২ গ্রাম। একই সময়ে সব শস্য পরিপক্ক হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জীবনকাল কম বলে গম কাটার পর থেকে রোপা আমন ধান রোপণের আগ পর্যন্ত সময়ে এ জাতটি চাষ করে সহজেই বাড়তি আয় করা যায়। গম কাটার পর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৮-৩০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.৫ - ৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-২ মৌসুমে: শ্রাবণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৫৫-৫৮ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৮-৬২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ সবুজ, ১০০০ বীজের ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : অন্যান্য জাতের থেকে ফলের আকার বড়। সারাদেশে চাষযোগ্য।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭-১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০ - ১২০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বারি মুগ-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৮-৬২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ সোনালী সবুজ, ১০০০ বীজের ওজন ২৫-৩২ গ্রাম ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : সারাদেশে চাষযোগ্য।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬-১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০ - ১২০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-১

জনপ্রিয় নাম : সোনামুগ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরামাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-৯৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মাঝারি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫-২০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩ - ৩.৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ০.৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৮৫-৯০ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট ১২/২/২০১৮

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৮০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ ঘোলাটে সবুজ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২-১৫

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

বরিশাল অঞ্চলে মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ (জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ)। দেশের অন্য অঞ্চলে ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত (মার্চ মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৭০-৮০ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০১/০৮/২০১৭

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৩-১৫

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৮০-৮৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০১/০৮/২০১৭

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৭৫-৮০দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০১/০৮/২০১৭

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৮০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বড় আকারের বীজ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফলগুলো গাছের উপরের দিকে থাকে এবং লম্বা হয়। এজন্য ফল তুলতে সুবিধা হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

বরিশাল অঞ্চলে মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ (জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ)। দেশের অন্য অঞ্চলে ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত (মার্চ মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৭০-৮০ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০৭/০১/২০১৮

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৮

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৩

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৬.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

বরিশাল অঞ্চলে মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ (জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ)। দেশের অন্য অঞ্চলে ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত (মার্চ মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬৪-৬৮ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০৭/০১/২০১৮

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৭.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ - ১০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

বরিশাল অঞ্চলে মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ (জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ)। দেশের অন্য অঞ্চলে ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত (মার্চ মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৭০-৭৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০৭/০১/২০১৮

ফসল : মুগ ডাল

জাতের নাম : বিনামুগ-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রঙ উজ্জ্বল সবুজ। দানা মাজারী আকারের।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। ফল একসাথে পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৭.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ - ১০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ মৌসুমে: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার সময় থেকে ৬৪-৬৭ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০৭/০১/২০১৮

মুগ ডাল এর পুষ্টিমানের তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

পুষ্টিমান :

মুগ ডাল সহজে হজম হয় এবং এতে আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি, জাত ভেদে প্রায় শতকরা ২১-২৪ ভাগ । মুগ ডালের পুষ্টিগুন নানাবিধ। প্রতি ১০০ গ্রাম মসুরে আছে জলীয় অংশ-১০.১ গ্রাম, খনিজ পদার্থ- ৩.৫ গ্রাম, আঁশ-০.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি-৩৪৮ কিলোক্যালরি, আমিষ-২৪.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ৭৫ মিলিগ্রাম, লৌহ- ৮.৫ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন-৪৯ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি-২- ০.১৫ মিলিগ্রাম ও শর্করা-৫৯.৯ গ্রাম ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

মুগ ডাল এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

বর্ণনা : বীজ ছিটিয়ে ও বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে সারি করে বপন করা হয়।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

মুগডালের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয় না।

ভাল বীজ নির্বাচন :

উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে। সরকার অনুমোদিত ডিলারদের থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় ক্রয় রশিদ গ্রহণ করতে হবে। বাজারের খোলা বীজ কেনা যাবেনা।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : মুগডালের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয় না। বীজ ছিটিয়ে বপন ও বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে সারি করে বপন করা হয়।

বীজতলা পরিচর্চা : মুগডালের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয় না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুগ ডাল এর চাষপদ্ধতির তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

চাষপদ্ধতি :

২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছ দমন করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া খরিফ-১ মৌসুমে বৃষ্টি না হলে সঠিক সময়ে বপনের আগে বা পরে একটি সেচ প্রয়োজন। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে। চারা বড় হলে সেচ না দেয়াই ভালো।ছিটিয়ে অথবা লাইনে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। লাইনে বপনের ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট বা ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজ বপনের আগে বীজ ও জমি শোধন করে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুগ ডাল এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

মৃত্তিকা :

দোআঁশ, বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

ফসলের সার সুপারিশ (জাত ভিত্তিক) (কেজি/হেক্টর) দেয়া হল

সারের পরিমাপ	জাতের নাম		
	বারি মুগ (সব)	বিনামুগ-১, বিনামুগ-৩,বিনামুগ-৪	বিনামুগ-২, বিনামুগ-৫, বিনামুগ-৬, বিনামুগ-৭, বিনামুগ-৮
ইউরিয়া	৪০ কেজি	৪০ কেজি	৪০ কেজি
টি এস পি	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি
এম পি	৫৫ কেজি	৫৫ কেজি	৫৫ কেজি
জিপসাম		৭০ কেজি	৭০ কেজি
জিংক		৪ কেজি	৫ কেজি
মলিবডেনাম		২ কেজি	২ কেজি

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট,০৭/০১/২০১৮

মুগ ডাল এর সেচের তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

সেচ ব্যবস্থাপনা :

খরিফ মৌসুমে বীজ বপনের আগে খরা হলে সেচ দিয়ে জমিতে জো আসার পর বীজ বপন করতে হবে। জমি একেবারেই শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিয়ে নিড়ানি দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : সাধারণত মুগ চাষাবাদের সময় সেচের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমিতে গোড়া পচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকের আক্রমণ হলে কোনভাবেই সেচ দেয়া যাবে নাহ, এমন অবস্থায় সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পরতে পারে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

খরার সম্ভাবনা থাকলে সম্পূরক সেচের জন্য জমির পাশে মিনি পুকুর করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবনাক্ততা পরিস্থিতি ও ব্যবস্থাপনা কলা কৌশল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)।

মুগ ডাল এর আগাছার তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি,কোদাল,লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : মুগ ডাল

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বেশী হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : মুগ ডাল

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার শিকর নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : মুগ ডাল

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

ফসল বোনার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা বাছাই করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

মুগ ডাল এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

বাংলা মাসের নাম : জ্যৈষ্ঠ

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : অতি বর্ষণ

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিয়মিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য জমিতে নালা রাখা।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

বারি মুগ-৬, বিনামুগ-৬, বিনামুগ-৮ চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে (মধ্য মার্চ) বীজ বপন সম্পন্ন করে, আষাঢ় মাসের পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং ফল পচনের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মধ্য জানুয়ারী হতে মধ্য ফ্রেরুয়ারী (মাঘ মাস) পর্যন্ত এই জাত গুলির বীজ বপন করা যায়। এপ্রিলের মাঝামাঝি (চৈত্র মাসের শেষ) উত্তোলন করা হয়। এ সময়ে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কোন প্রভাব পরে না।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : বারি মুগ-৬, বিনামুগ-৬, বিনামুগ-৮ চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে(মধ্য মার্চ) বীজ বপন সম্পন্ন করে, দূর্যোগ এড়ানো যায়।

প্রস্তুতি : নিয়মিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য জমিতে নালা রাখা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মুগ ডাল

বাংলা মাসের নাম : বৈশাখ

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

বারি মুগ-৬ এর প্রধান বৈশিস্ট্য হল লবনাক্ত এলাকায় আমন ধান কর্তনের পর মধ্য-ডিসেম্বরের মধ্যে মুগ ডালের এই জাত চাষ করে খরা এড়ানো যায়।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

খরা পরিহার করার জন্য সম্পূরক সেচ দিন।

প্রস্তুতি : নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুগ ডাল এর পোকার তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সতর্কতাঃ বালাইনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। বালাইনাশক ছিটানো বা প্রয়োগ করার আগে সব ধরনের নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান করুন। নিরাপত্তামূলক পোশাক না পাওয়া গেলে সহজলভ্য জিনিস ব্যবহার করুন। যেমন জামা অথবা গেঞ্জি পরিধান করুন এবং গামছা দিয়ে হাত ও মুখমন্ডল ঢেকে রাখুন। নজেল পরিষ্কার করতে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দেবেন না; চিকন তার ব্যবহার করুন। বালাইনাশক ছিটানোর সময় ধূমপান বা পানাহার থেকে বিরত থাকুন। কখনোই বাতাসের বিপরীতে স্প্রে করবেন না। স্প্রের সময় অবশ্যই টুপি ও ফেস শিল্ড ব্যবহার করুন। বালাইনাশক ব্যবহৃত ক্ষেতে সাইনবোর্ড, লাল কাপড় বা বালাইনাশকের খালি পাত্র টানিয়ে দিন। জলাশয়ে বালাইনাশকের বোতল বা ব্যবহৃত স্প্রেয়ার ধোবেন না। জলাশয় থেকে দূরে কোনো নিরাপদ স্থানে আপনার স্প্রেয়ার ও ব্যবহৃত কাপড় ধুয়ে ফেলুন। ব্যবহৃত বালাইনাশকের বোতল ও প্যাকেট ভেঙে এবং ছিঁড়ে মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন। ফুটো বা চুইয়ে পড়ে এমন ত্রুটিপূর্ণ স্প্রে মেশিন ব্যবহার করবেন না। বালাইনাশকের বোতল বা পাত্রে অন্য কোনো জিনিস রাখবেন না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমিতে যেন হাঁস-মুরগি বা গবাদি পশু প্রবেশ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে দুই থেকে সাত দিন পর বাজারজাত করুন। বালাইনাশক আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিন এবং অতিসত্বর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। বালাইনাশক খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে বমি করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ও আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। বালাইনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে তালা দিয়ে রাখুন। মেয়াদোত্তীর্ণ বালাইনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : মুগ ডাল

পোকার নাম : বিছা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একসাথে গাদা করে থাকে এবং সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা ক্ষেতে এই পোকা ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। কীড়া বড় হয়ে সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

চারা গজানোর পর জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে।

অন্যান্য :

মাঠের চারিদিকে নালা তৈরি করে তারমধ্যে কেরোসিন পানি মিশিয়ে রেখে এদের চলাচলে বাধা দেয়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : মুগ ডাল

পোকার নাম : সাদা মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, সেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে। ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়। তাছাড়া এই পোকা মুগ ও মাসকলাইয়ে হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার /২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : মুগ ডাল

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

একই জমিতে বার বার ডাল আবাদ না করা। জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি এসে পোকা খেতে পারে।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : মুগ ডাল

পোকার নাম : শুসরী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : গুদামজাত পোকা। পূর্ণ বয়স্ক পোকা খুব ছোট আকারের। এদের মাথায় দুইট করাতের মতো লম্বা শুং আছে। কীড়া প্রায় ৬ মিলিমিটার লম্বা, সাদা রঙের তবে মুখটা বাদামী রঙের হয়।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। এর আক্রমণে ডালের দানার ওজন কমে যায়, খাওয়া যায় নাহ এবং বীজ থেকে চারাও হয়না।

আক্রমণের পর্যায় : বীজ

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে এই পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গুদামজাত করার আগে দানা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হয়। শুকানোর পর দাঁত দিয়ে কাটলে যদি কট্ করে শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে বীজ ভালোভাবে শুকানো হয়েছে। বেশিদিনের জন্য সংরক্ষন করলে মাঝে ২/৩ বার কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

অন্যান্য :

অল্প পরিমান বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রায় আধা মুখ (৩ মিলিলিটার) নিমের তেল বীজের সাথে মিশালে প্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : মুগ ডাল

পোকার নাম : কান্ডের মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : এ পোকা দেখতে খুবই ছোট (প্রায় ৩ মিলিমিটার)। আকারে সাধারণ মাছির চারভাগের একভাগ। লাল রঙের চোখযুক্ত উজ্জ্বল কালো রঙের মাছি।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কান্ড ও উপরের পাতাগুলো হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে চারা গাছ মরে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত জমিতে কার্বোসালফান জাতীয় কীটনাশক (যেমন-মার্শাল বা সানসালফান ২০ মিলিলিটার /৪ মুখ)) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ থেকে চারা গজানোর ৩, ৭, ১৪, ২১ দিনের মধ্যে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। বিশেষ করে প্রথম ৩টি স্প্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার কড়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

মুগ ডাল এর রোগের তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : মুগ ডাল

রোগের নাম : মুগের হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতার উপর হলদে-সবুজ ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। সাধারণত কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রমন বেশি হলে পুরো পাতা হলুদ হয়ে ঝরে যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার। নিয়মিত জমি পরিদর্শন। আক্রান্ত গাছ বাছাই কালে রোগাক্রান্ত গাছের কোন অংশ যাতে ভাল গাছের সংস্পর্শে না আসতে পারে তা খেয়াল রাখা।

অন্যান্য :

রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আক্রান্ত বীজ ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : মুগ ডাল

রোগের নাম : মুগের পাউডারি মিলডিউ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতার উপরে পাউডারের মত আবরণ পড়ে। সাধারণত শুকনো মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে টেবুকোনাজল + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। সম্ভব হলে আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমি শোধনের জন্য কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা। আগাম বীজবপন করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী২০১৩।

ফসল : মুগ ডাল

রোগের নাম : পাতার দাগ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় ছোট ছোট লালচে বাদামি বর্ণের গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতার উপর ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। রোগ সহনশীল জাত (বারি মুগ-২, ৩, ৪,৫,৬ এবং বিনামুগ-২, ৫, ৬, ৭) এর আবাদ করতে হবে।

অন্যান্য :

রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

মুগ ডাল এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

ফসল তোলা : মৌসুম ও জাতভেদে পরিপক্ক হলে দ্রুত ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

পাকা ফল ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে বাছাইকরে পরিষ্কার বস্তায় সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

ডলের গূড়া অথবা বেসন তৈরি করতে চাইলে, পরিপক্ব বীজ ভালভাবে শুকিয়ে স্থানীয় মিলে গুঁড়া করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাকেট করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুগ ডাল এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

বীজ সংরক্ষণ:

বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম উত্তম তবে বায়ুরোধী মাটি বা টিনের পাত্রে রাখা যায়। মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে। রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে। পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। টন প্রতি ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি

পাতার গুঁড়া মিশিয়ে পোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না। বীজের ক্ষেত্রে ন্যাপথালিন বল ব্যবহার করা যায় তবে অবশ্যই বীজ প্লাস্টিক ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। বেশি দিনের জন্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুগ ডাল এর কৃষি উপকরণ

ফসল : মুগ ডাল

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার ২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুগ ডাল এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : মুগ ডাল

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের ক্ষমতা : গড় পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না। ৫।এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়। ৬। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

তথ্যের উৎস :

উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি ২০১১-২০১২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : মুগ ডাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক, পশু শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা :

কম জমি জমি সহজে চাষযোগ্য। সারি টানায় সুবিধা জনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি, ২০১৮।

মুগ ডাল এর বাজারজাত করণের তথ্য

ফসল : মুগ ডাল

বর্ণনা : নিকটতম স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করার সুযোগ নেয়া যেতে পারে।

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

শ্রমিক, নৌকা, ঠেলাগাড়ি ও গরুর গাড়ি।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে/বস্তায় টুকড়ি/ধামা ঠোঙ্গায়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

পলি ব্যাগ/টিনজাত/বস্তায় গ্রেডিং করে প্যাকেটজাত করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।